E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2023; 5(4): 01-04
Received: 01-01-2023
Accepted: 04-02-2023

বিশ্বজিৎ সার
গবেষক বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বঙ্গাল, ভারত

ড. অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, পশ্চিম বঙ্গাল, ভারত

Corresponding Author:
বিশ্বজিৎ সার
গবেষক বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বঙ্গাল, ভারত

কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে নগরজীবন ও গ্রাম্য জীবনের দ্বন্দ্ব

বিশ্বজিৎ সার, ড. অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়

DOI: https://doi.org/10.33545/27068919.2023.v5.i4a.960

মূল বিষয়:
সুবোধ ঘোষের রচনা সমূহের মধ্যে রয়েছে শহর জীবনএবং গ্রাম্য জীবনের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব। তাঁর গ্রাম্য এবং নগর জীবনের লেখাগুলির মধ্যে রয়েছে এক দ্বন্দ্বময় অধ্যায়। তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে কিভাবে গ্রাম থেকে শহরের দিকে মানুষ পাড়ি দিয়েছে রুজি রোজগারের তাগিদে এবং এর প্রভাবে শহরাঞ্চলও জনকীর্ণ হয়েছে, একই রকম ভাবে শহরে বেড়েছে গ্রামের লোকের চাপ যার ফলে শহর জীবনও হয়ে গিয়েছে দুর্বিষহ। গ্রামের লোকরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ছুটে চলেছে শহর পানে আর শহরের লোকেরা জনকীর্ণতায় এবং ছোট জায়গার মধ্যে গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে স্থান সংকুলতার জন্য। সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের মধ্যেই আমরা পাই এই দ্বৈত রূপ ও দুটি ভিন্ন ধর্মী শহর ও গ্রামের ভিন্নতা যা এক কথায় অনবদ্য ও অসামান্য। আমাদের এই গবেষণাধর্মী লেখার মূল লক্ষ্যই হল কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের কথাসাহিত্যে নগরজীবন ও গ্রাম্য জীবনের দ্বন্দ্ব।

মূল শব্দ : ছোটগল্প, নগর জীবন ও গ্রাম্য জীবন, দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক বিষমতা, গ্রামের অর্থনৈতিক বিপন্নতা

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষের অন্য অনন্যতা চিহ্নিত হয়েছিল তাঁর প্রথম লেখা গল্পেই। 'অযান্ত্রিক' লেখার আগে তিনি কখনোই কলম ধরেননি। তাঁর জীবনী পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এই গল্প লেখার আগে সাহিত্য সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকার অবকাশ বা সুযোগ ইতিপূর্বে তাঁর জীবনে ছিল না। জীবন ও জীবিকার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের ঝুলিটি পূর্ণ করে একটু বেশি বয়সেই কলকাতায় থিতু হয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে সময় ও সমাজে যে অভিঘাত তৈরি হল, আত্ম সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হল মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ, সহজ সরল মানসিকতা হলো জটিল থেকে জটিলতরো। তারই যথাযথ দলিল হয়ে উঠলো যে সমস্ত বাংলা গল্পকার — তাদের মধ্যে অন্যতম সুবোধ ঘোষ। কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের জীবনের একটা বড় অধ্যায়ই অতিবাহিত হয়েছে কলকাতা শহরের সরু গলিতে। তাঁর লেখার মধ্যেই ফুটে উঠেছে কলকাতা শহরের সরু গলিতে বসবাসকারী হরিদার কথা। সেখানে ছোট একটা ঘরেই তাঁর সংসার জীবন। সেটাই লেখকের সকাল সন্ধ্যার আড্ডা ঘর। ছোট গল্পে সুবোধ ঘোষীও একটি ঘরানা তৈরি হতে যাচ্ছে। নিজের মতো করে দেশ, সমাজ, মানুষ ও সময়কালকে ধরতে চেষ্টা করেছেন সুবোধ ঘোষ। সেই সময় গ্রামের শোষক শ্রেণি এবং বিদেশি ইংরেজ শাসকের প্রত্যেক শোষকের অত্যাচারে গ্রাম বাংলার চাষী জমিজমা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে, রুজি রোজগারের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে আসে শহর ও শহরতলীতে।

লেখক পরিচিতি

সুবোধ ঘোষের আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার বহর গ্রামে। পিতা সতীশ চন্দ্র ঘোষ, মাতা অনুকূলতা দেবী। বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করলেও হাজারীবাগেই তাঁর শৈশব যৌবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে। হাজারীবাগ শহরের সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান শাখায় তিনি ভর্তি হন। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁর ছিল অসীম কৌতূহল এবং জানার আকাঙ্ক্ষা। দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখে জীবিকার সন্ধানে তিনি বার হন। নানা রকমের কাজ করতে হয়েছে, সেসব অভিজ্ঞতা অবশ্য পরবর্তী সময়ে লেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষ বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যের প্রধান দুটি ধারা, গল্প এবং উপন্যাসই ছিল তাঁর প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সাহিত্য সাধনায় সুবোধ ঘোষ জীবনকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য করব যে তাঁর এই জীবন দর্শন সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল স্বতন্ত্র। 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' এর আগে তিনি ও মনস্তত্ব সম্বন্ধে একটি ছোট নিবন্ধ লিখেছিলেন। প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় এবং 'ফসিল' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল অগ্রণী নামে একটি মাসিক পত্রিকায়। সুবোধ ঘোষের গল্পের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, প্রকাশের বলিষ্ঠতা, শনিত দৃষ্টিভঙ্গি চল্লিশের সূচনাতেই বিরাট সাড়া জাগালো।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের বর্ণনা

গ্রাম্য জীবন ও নগর জীবনের পার্থক্য সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পগুলির মধ্যে খুবই সূক্ষ্মভাবে রয়েছে। সেই রকম ভাবে কোন বিস্তৃত নগর জীবন ও গ্রাম্য জীবনের দ্বন্দ্ব সে বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য তার উপন্যাস নেই। তবে তার ছোট গল্প গুলির মধ্যে নগর জীবন এবং গ্রাম জীবনের মধ্যে অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সুস্পষ্ট ভাবে।

১৯৩৯ এর শেষে 'ফসিল' গল্পের মাধ্যমে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব বাংলা ছোটগল্পে এক কথায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গল্পে বাস্তবতার এক অভিনব রূপ নিয়ে এলেন তিনি। গভীর আর্থ-সামাজিক চেতনা প্রখরতম বাস্তব জ্ঞান ও অভ্রান্ত জীবন বোধ তাঁর সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। তিনি প্রথম থেকেই আত্ম প্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচক। তিনি মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, ঈর্ষা, নীচতা, সুবিধাবাদী প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এদিক থেকে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী। যেমন, 'ফসিল' গল্পে হতভাগ্য মজুরদের প্রতি লেখকের মমতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্ত মুখার্জির লক্ষ বছর, পরেকার স্বপ্নের আড়ালে।

আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'কালো গুরু' ও 'শিবালয়' গল্প দুটি। মধ্যবিত্তের মানসিকতার মনোবিশ্লেষণে তিনি যে নিপুণ শিল্পী ছিলেন তার প্রমাণ 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'স্নানযাত্রা', 'গরল অমিয় ভেল' ও বারবধূ প্রভৃতি গল্প।

প্রেমের গল্প রচনায়ও সুবোধ ঘোষ জীবনের জটিলতা ও রহস্যময়তাকে শানিত দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন।'যতুগৃহ' গল্পে দেখানো হয়েছে ভালোবেসে বিবাহ করে বিচ্ছেদ ও তার পাঁচ বছর পর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পরস্পরের আলাপ চা পানির বৃত্তান্ত। শতদল ও মাধুরীর চরিত্রের অঙ্কনে গল্পকার নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাই এই দুই নারীর কাছে যে প্রেম ছিল জীবনের পাথেয়, তাই একদিন মরে যায়। তাই দুজন স্টেশনের প্রতীক্ষালয় শুধুমাত্র আলাপ জমায়, কোন অতীত স্মৃতি তাদের ব্যাকুল করে না।

আবার 'বারবধূ', 'ঠগিনী প্রভৃতি গল্পে দেখিয়েছে প্রেম ব্যবসায়ীনিদের কাছে প্রেমের প্রভাব কতখানি। আবার 'শুক্লাভিসার' গল্পে প্রেম এসেছে নাগপঞ্চমীর ব্রত অর্চনার পথ ধরে, শুক্ল বাসন্তীর পূর্ণ চাঁদের মায়া ছড়িয়েছে। আসলে দাম্পত্য প্রেমনিষ্ঠার সনাতনী আদর্শের আড়ালে কত যে বিচিত্র চোরাগলি আছে, আছে কুটিলতা ও জটিলতা তাকে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। এদিক থেকে তিনি জগদীশ গুপ্তের অনুসারী হলেও জীবন ভাবনায় দুজন পৃথক শিল্পী।

কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের কথাসাহিত্যে নগরজীবন ও গ্রাম্য জীবনের দ্বন্দ্ব

ফসিল

বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'ফসিল' কেবল নতুন নয় সমসময়।"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ" শুরু হওয়ার আগে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ এই গল্পের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছিলেন সমসাময়িক গ্রাম্য জীবনের জীবনধারা ও তাদের সংগ্রামময় জীবন কাহিনীর প্রকৃত চিত্র।

"প্রত্যেক বছর স্টেটের তহসিল বিভাগ আর ভীম ও কুর্ম্মী প্রজার ভিতর একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষিরা রাজ ভান্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায় না। কিন্তু অর্ধেক ফসল দিতেই হবে।"

এই গল্পে একদিকে তিনি দেখিয়েছেন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের উপরে খাজনা নিয়ে অত্যাচার এবং মানুষের জীবন সংগ্রাম।

"রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ..... স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়"।

মানুষই তার জবাব দিয়েছে বিদ্রোহের মাধ্যমে। এইরূপ পরিস্থিতিতে একটি দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপর কি নিদারুণ অত্যাচার হয়,'ফসিল' তার একটি চিত্র যা বাংলা সাহিত্যের বিষয় বিন্যাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন।

"পরাজিত ভীলদের জংলি সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে ভর্তি হয় সোজা কোন ..... ভীলেরা আর ভুলেও ফিরে আসে না"।

গল্পে হতভাগ্য মজুরদের প্রতি লেখকের মমতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্ত মুখার্জির লক্ষ বছর পরেকার স্বপ্নের আড়ালে। লেখক প্রথম থেকেই আত্ম প্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচক। মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, ঈর্ষা, নীচতা, সুবিধাবাদী প্রবণতাকে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

"লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা জাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ পূর্ণ তাত্বিকের দল উগ্র কৌতুহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল!....."।

অযান্ত্রিক

'অযান্ত্রিক'গল্পটির মধ্যে মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক সুবোধ বাবু এঁকেছিলেন তার পরিচয় শিল্প কারখানা সম্পর্কহীন বাঙালি পাঠকের কাছে একেবারে অজানা ছিল। এই 'অযান্ত্রিক' গল্পটির মাধ্যমেই নাগরিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছে। তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' এর (১৯৪০) নায়ক একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। সে ভালোবাসে তার বহুদিনের জীর্ণ পুরাতন সেকেলে মোটর গাড়িকে। এই গাড়ি তার জীবন সঙ্গী। তার সেই ভালোবাসা যেমন বেশি তেমন তার বিরহ ক্ষমা হীন।

"এই দুর্গম অঞ্চল খনি অঞ্চলের ভাঙ্গাচোরা ভয়াবহ জংলিপথে -ঘোর বর্ষার রাতে- যখনই ভাড়া নিয়ে ছুটতে সবই গাড়ি নারাজ, তখন সেখানে অকুতোভয় এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটি"।

সুন্দরম

'সুন্দরম' গল্পে ও এই একই মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। কৈলাস ডাক্তারের ছেলে সুকুমারের জন্য মেয়ে দেখা উপলক্ষে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থলোভ, জাত্যাভিমান, পাএের ছদ্ম বৈরাগ্য প্রভৃতির অন্তরালে যে কুসংস্কার সক্রিয় লেখক তাকে নির্মমভাবে উদঘাটিত করেছেন।

"কিন্তু বাধা আছে–সুকুমারের ব্রহ্মচর্য্য। চার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোঁটা তিলক করেছে সে..... স্পর্শ -শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে"।

"পিসীমা বললেন-যেতে বল, যেতে বঙ্গ। গা ঘিনঘিন করে কিছু দিয়ে বিদায় করে দে রানু"।

শহরের লোকেরা জনকীর্ণতায় এবং ছোট জায়গার মধ্যে গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে স্থান সংকুলতার জন্য।

"হাবু ঠিক ভিক্ষা করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। দেশি মদের একটা নতুন ভাটিখানা হবে সেখানে। সাহেবের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নাই। হাবু কান্নাকাটি করলো- একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ায় ভাগাড়ের পিছনে থাকবো। দিননাথের দিব্যি, হাটবাজারে খেয়ে ঘেসবো না কখনো। তুলসী ভিক্ষা খাটবে, ওর তো রোগ বালাই নেই"।

গোত্রান্তর.

তিনিই প্রথম আমাদের নিয়ে গেলেন সামন্ততান্ত্রিক ভারতের পিঠস্থান দেশীয় রাজ্যের চিরনির্যাতিত প্রজা সাধারণের সমষ্টিবদ্ধ সুখ-দুঃখের রঙ্গভূমিতে।

"মুকতপুর। কাঁচা সড়কের উপর এই তো একটা জরাজীর্ণ বাড়ি! খোলার চালের পুরানো বাসের ঠাঁট থেকে ঘুনের ধুলো ঝরে পড়ে। তিন বছর ..... পড়েনি। বাচ্চা কাচ্চা, ছেঁড়া কাঁথা আর নোংরা লেপ তোষকের জঞ্জাল।

এইতো সঞ্জয়ের সুইট হোম"।

গোত্রান্তর- মধ্যবিত্তের গোত্রান্ত যে সহজে ঘটনা তা-ই উপস্থাপিত হয়েছে গোত্রান্তর গল্পে। তাছাড়া এইসব গল্প রয়েছে গরিব চাষি মজুদদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস।

"নেমিয়ার দাঁত মুখ খেঁচিয়ে খিস্তি করে ধমক দিল- এই খবরদার! কোনো আওয়াজ নয়। এই অবস্থায় পর সঞ্জয়ের কেউ ফসল বেঁচবে না। সবাই বলল ঠিক কথা।..... লড়াই শুরু করে দাও।বট পাতা ছুঁয়ে সকলে কসম খাও"।

ভারতের কোন এক চুরাশি পরগনার আখের ক্ষেতের কিষানদের জীবন হয়ে ওঠে নরকের থেকেও বেদনাময়, রতন লাল গুগার মিলের ছাঁটাই করা মজুদদের ধর্মঘট হয় অনিবার্য, সে কথা ভারতীয় সাহিত্যে এক অপূর্ব অমন শিল্প সুন্দর প্রতীতি নিয়ে আর বলা হয়নি। শুধু তাই নয়, সুবোধ ঘোষই বিশেষ ক'রে বাংলার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন ভারতের আসমুদ্র-হিমাচলের বুকে।

"নীল এলাকার নাম রতন গঞ্জ- একটা বাজার আর দূরে ও আছে কুলি ও কর্মচারীদের বাসা। চুরাশি পরগনার দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আল বাধা ঠাসা শাকসবজি ও আখের ক্ষেত..... ভেসে আসে সবুজ সাগরে"।

লেখক নিয়ে গেলেন গোত্রমর্যাদাহীন অনার্য মানব গোষ্ঠীর অরণ্য আবাসে। কখনো তার সঙ্গে নেমেছি খনিময় ভারতের তমসাবৃত জঠরলোকে। তাছাড়া এইসব গল্প রয়েছে গরিব চাষি মজুদদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস।

"চুরাশি পরগনার উপর শকুন উঠছে কদিন থেকে গো-মড়ক লেগেছে মনিরামের একটা ছেলেও মারা গেছে বসন্তে"। কেউ বুঝবে না ফসল, খেতে খেতে শুকিয়ে যাবে, ছাই করে দেয়া হবে। কৃষাণ এরা সব কসম খেয়েছে"।

পরশুরামের কুঠার

'পরশুরামের কুঠার' গল্পে তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ন কিভাবে জননীকে (ধনিয়া) পতিতাতে রূপান্তরিত করেছে তারই বাস্তব চিত্র চিত্রিত হয়েছে। এই গল্পে ধনিয়া ছাড়া অন্যান্য গল্পের, বিমল, দুলাল মাহাতো, রাধিয়া প্রভৃতি আমাদের তৃপ্ত করে।

প্রেমের গল্প রচনায়ও সুবোধ ঘোষ জীবনের জটিলতা ও রহস্যময়তাকে শাণিতো দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন।

"চারিদিকের কোলিয়ারী গুলির সুদিন পড়েছে। বাজার বস্তি বাড়ছে।..... প্রাইমারি বাংলা ইস্কুল হল একটা মিউনিসিপ্যালিটি ও চালু হল। তিলকের মা ধনিয়া।..... কিন্তু এই প্রথম দেখলাম পাখি পালিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে দিয়ে"।

ন তস্থৌ

এই ছোট গল্পের মাধ্যমে ত□কালীন ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলির হতশ্রী অবস্থাকেই প্রকট করেছে। চব্বিশটা গ্রাম নিয়ে এই জমিদারীটি হলেও তাদের আয় ছিল খুবই কম।

"জমিদারি তথৈবচ। চব্বিশটা গ্রাম নিয়ে এত বড় কল্যাণ ঘাট মৌজা।..... মরা আরগুলা"।

জরাজীর্ণ জমিদার বাড়ির অবস্থা এবং হতশ্রী প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে বোঝা যায় এই জমিদারি অঞ্চলটা কতটা অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষিত বঞ্চিত এবং নিপীড়িত।

"জরাজীর্ণ শ্রীহীন কল্যান ঘাট মৌজা..... ফাটল ধরেছে অনেকগুলি"।

তিন অধ্যায়

'তিন অধ্যায়'-এর ওহীভূষণ লেখাপড়ায় ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ পার হয়নি, মিউনিসিপ্যালিটির avenger হয়ে নোংরা খাকি হাফপ্যান্ট পরনে শ্মশানের চড়াই নেমে চিতা গুনে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়, শহরের সব নালা নর্দমার পাশে বসে কেরামতি করে।

"এরকম বিশ্রী ভাবেই অযথা ইংরেজি বলে অহিভূষণ।..... যেন শেষ বেঞ্চের এক কোণে একটু পৃথক হয়ে সবার পিছনে বসে থাকবে তবুও আমাদেরই সঙ্গে"।

সেই ভূষণের ভদ্রলোক হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় মজা পায় তার এককালের বন্ধুরাই, তারা আজ পেশাগত ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কৃতি মানুষ। আছেন পুলিন বাবু আর তাঁর মেয়ে বন্দনা। বন্দনা হাসপাতালে কি একটা কাজ করে, ভদ্র লোকের সংস্কার অমান্য করে জীবিকা অর্জন করে।

"আমাদের এই ছোট শহরের ছোট মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারী হলো আমাদের পরিচিত ও প্রাক্তন সহপাঠী অহিভূষণ।..... দাঁড়িয়ে এইখানে সূর্যাস্ত দেখে অহিভূষণ"।

এই লেখাগুলোর মধ্যেই ত□কালীন সমাজের প্রকৃত চিত্রগুলি ফুটে ওঠে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে নগর জীবনের সংঘর্ষের দিনলিপি। এরই সাথে সাথে তাঁর ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে ছোট ছোট গলি এবং নর্দমা গুলির কথা যা শহরের পরিবেশকেই বর্ণনা করে।

"দেনা আর বেকার অবস্থায় জীবনের বারো আনা ভাগ সময় পন্ড করে দিয়ে..... চেতনাকে একটা উপার্জনের দায়ের সঙ্গে একাকার করে দিতে পারেন না তিনি"।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় খুব সুন্দর করে বাংলায় ছোট গল্পকে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প এই দাবি যথার্থ ও ঋজু প্রমাণ করে। তিনি অতুলনীয় ভাষা শিল্পী। জ্ঞান-বিজ্ঞান যন্ত্রজগ□, অর্থনীতি, দর্শন, শরীর বিজ্ঞান, ভূগোল-নৃতত্ব, জ্ঞানতত্ত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা ও শব্দ তাঁর ছোটগল্পে যেভাবে উপমায়, বর্ণনয় ও ব্যঞ্জনায় বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে, বাংলা ছোটগল্পে তাঁর সম যোগ্যতা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। বাংলা ছোট গল্পের ভাষাকে সুবোধ ঘোষ যে নতুন মাত্রা দিয়েছেন তার পটভূমিতে আছে তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠা জীবন জিজ্ঞাসা এবং সমৃদ্ধ কল্পনা শক্তি সম্পন্ন কবি দৃষ্টির ক্লাসিক গাম্ভীর্য। সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের সৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টি একাকার হয়ে উঠেছে। একধারে সাহিত্যিক এবং দার্শনিক হয়ে তিনি তা লেখার জগতকে এক

উচ্চতায় তুলে নিয়েছেন, অনায়াস সাবলিলতায় পাঠকের মনোবিজ্ঞানীদেরসঙ্গী হয়ে উত্তরণের মন্ত্র শিখিয়েছেন।
তার ছোট গল্প বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার পর আমরা দেখতে পাই শহর জীবনএবং গ্রাম্য জীবনের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পার্থক্যের লিপি। কবি যদিও খুব সচেষ্ট ভাবে তার লেখার মাধ্যমে নগর ও গ্রাম জীবনের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেনি তবুও তার লেখার মাধ্যমে বারে বারেই ফুটে উঠেছে নগর জীবন ও গ্রাম্য জীবনের জীবনযাত্রার সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনো হয়েছে গ্রামের মানুষ ও শহরের মানুষের জীবনযাত্রার পার্থক্য কখনো হয়েছে বা গ্রাম বা শহরের মানুষের বেঁচে থাকার পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য।

গ্রন্থপঞ্জি

গল্প সংকলন

1. সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প (জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, ১৯৪৯)
2. গল্পলোক (নিউস্ক্রিপ্ট, ১৯ ৫৭)
3. গল্প মণিঘর (রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৬৯)
4. ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (মনোত্তর প্রকাশ), মর্ডান কলাম, এপ্রিল ১৯৮৬
5. শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প (পত্রপুট,১৯৮৮)
6. সুবোধ ঘোষের বাছাই গল্প (উত্তম ঘোষ সম্পাদিত, মন্ডল বুক হাউস, ১৯৯১)
7. কিশোর গল্প (১৯৯১)

গল্প সংগ্রহ

1. সুবোধ ঘোষ অমনিবাস (দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৬)
2. সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম -পঞ্চম খন্ড), প্রাইমা পাবলিকেশন প্রকাশন কাল উল্লেখ নেই
3. সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম- তৃতীয় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, এপ্রিল ও জুন ১৯৯৪

সুবোধ ঘোষ বিষয়ক গ্রন্থ

1. তুষার চট্টোপাধ্যায়: ভরা থাক:সুবোধ ঘোষ স্মৃতির তর্পণ, সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯১
2. উত্তম ঘোষ: সুবোধ ঘোষ: বড় বিস্ময় জাগে, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৪
3. সুদীপ কুমার চক্রবর্তী : ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই
4. শিবশংকর পাল: সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯
5. অরিন্দম গোস্বামী: সুবোধ ঘোষ: কথা সাহিত্য, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, আগস্ট ২০০১
6. নবনীতা চক্রবর্তী : বাংলা ছোট গল্পের গদ্যশৈলী সতিনাথ ভাদুড়ী-সুবোধ ঘোষ-অমল কুমার মজুমদার, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০২
7. গোপাল মনি দাস: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোওর বাংলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ পাএ'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৭
8. তপন মন্ডল: গল্পকার সুবোধ ঘোষ: জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ২০০৭
9. উত্তম রায়: সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে কথনশৈলী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০